নতুন শিক্ষাক্রম পেছাল আরও এক বছর

সার্বিকভাবে নতুন শিক্ষাক্রম প্রবর্তন কাজ আরও এক বছর পিছিয়ে গেল। সর্বশেষ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আগামী বছর কেবল কিছু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে প্রাথমিকের প্রথম এবং মাধ্যমিক স্তরের ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণিতে নতুন শিক্ষাক্রমে তৈরি পাঠ্যবই পরীক্ষামূলকভাবে চালু করা হবে।
সার্বিকভাবে নতুন শিক্ষাক্রম প্রবর্তন কাজ আরও এক বছর পিছিয়ে গেল। সর্বশেষ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আগামী বছর কেবল কিছু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে প্রাথমিকের প্রথম এবং মাধ্যমিক স্তরের ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণিতে নতুন শিক্ষাক্রমে তৈরি পাঠ্যবই পরীক্ষামূলকভাবে চালু করা হবে।

এরপর সেটির অভিজ্ঞতার আলোকে ২০২৩ সালে সারা দেশের শিক্ষার্থীদের হাতে দেওয়া হবে নতুন পাঠ্যবই। শিক্ষা এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক যৌথসভায় বৃহস্পতিবার এ সিদ্ধান্ত হয়েছে।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের (এনসিটিবি) চেয়ারম্যান অধ্যাপক নারায়ণ চন্দ্র সাহা এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

গত বছরের সর্বশেষ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, আগামী বছর প্রথম, দ্বিতীয় এবং ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণিতে নতুন শিক্ষাক্রমে সব শিক্ষার্থী পাঠ্যবই পাবে। কিন্তু দুই কারণে এটি পিছিয়ে যাচ্ছে। একটি হচ্ছে, নতুন শিক্ষাক্রমের রূপরেখা এখন পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রীর কাছে উপস্থাপন করা যায়নি।

আরেকটি হচ্ছে, শিক্ষাক্রম রচনায় বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার (এনজিও) কর্মীদের এবং বিদেশি কয়েকটি সংস্থাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছিল। এ ক্ষেত্রে এনসিটিবির কর্মকর্তারা কম গুরুত্ব পেয়েছেন। এ নিয়ে টানাপড়েন চলছিল।

সূত্র জানায়, এর রেশ ধরে গত ১৮ এপ্রিল প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে এনসিটিবিতে একটি চিঠি দেওয়া হয়। তাতে নতুন শিক্ষাক্রমে পাঠ্যবই না নেওয়ার কথা এনসিটিবিকে জানিয়ে দেওয়া হয়। এই টানাপড়েনের সূত্র ধরেই বৃহস্পতিবারের এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে বলে জানা গেছে।

বৈঠকে অংশ নেওয়া কর্মকর্তাদের কাছ থেকে প্রাথমিক স্তরে আগামী বছর পাঠ্যবই প্রবর্তনের ইস্যুতে ভিন্ন রকম তথ্য পাওয়া গেছে। কেউ বলেছেন, ২০২৩ সালে প্রাথমিক স্তরে পাঠ্যবই যাবে পরীক্ষামূলক বাস্তবায়নের জন্য। আগামী বছর আগের বই-ই চলবে। আর কেউ বলছেন, আগামী বছর প্রাথমিকের দুই শ্রেণির পরিবর্তে কেবল প্রথম শ্রেণিতে যাবে।

নতুন শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের কাজটি করে থাকে এনসিটিবি। সংস্থাটির চেয়ারম্যান অধ্যাপক নারায়ণ চন্দ্র সাহা বলেন, ভার্চুয়ালি বৈঠকটি হওয়ায় হয়তো একেকজন একেক রকম শুনেছেন। তাই সভার সিদ্ধান্ত লিখিতভাবে প্রকাশ না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা প্রয়োজন। তবে আমি শুনেছি, নতুন শিক্ষাক্রমে লেখা পাঠ্যবই আগামী বছর পরীক্ষামূলকভাবে চালু হবে প্রাথমিকের প্রথম এবং মাধ্যমিকের ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণিতে।

প্রধানমন্ত্রীর কাছে শিক্ষাক্রমের রূপরেখা এখন পর্যন্ত উপস্থাপন করা যায়নি। এজন্য আমরা একটু সময় নিচ্ছি। ২০২৩ উল্লিখিত তিন শ্রেণির শিক্ষার্থীরা সবাই নতুন পাঠ্যবই পাবে। আর পরীক্ষামূলক প্রয়োগ ১০০টি স্কুলে হবে, না আরও বেশি স্কুলে হবে তা সিদ্ধান্ত প্রকাশের পর জানা যাবে।

জানা গেছে, ভার্চুয়াল প্ল্যাটফরমে অনুষ্ঠিত বৈঠকে শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী মো. জাকির হোসেন, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের (এনসিটিবি) চেয়ারম্যান অধ্যাপক নারায়ণ চন্দ্র সাহাসহ শিক্ষা বিভাগের সংশ্লিষ্ট দপ্তরের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা যোগ দেন।

এর আগে ২০২১ সালে নতুন শিক্ষাক্রমে পাঠ্যবই দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু করোনা পরিস্থিততে কাজ এগোয়নি। এরপর গত বছরের জুনে ঘোষণা দেওয়া হয়েছিল ২০২২ সালে নতুন শিক্ষাক্রমে পাঠ্যবই যাবে। এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ২০২৩ সালে অষ্টম শ্রেণি ও ২০২৪ সালে নবম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের নতুন শিক্ষাক্রমের বই দেওয়ার কথা ছিল।

ঈদ সামনে রেখে বাড়তে পারে লকডাউন, গণপরিবহণ চালুর চিন্তা

করোনাভাইরাসের সংক্রমণ প্রতিরোধে সরকার চলামান লকডাউনের মেয়াদ ৫ মে পর্যন্ত বাড়িয়েছে। নতুন এ বিধিনিষেধে কিছু শর্ত যুক্ত করা হয়েছে। তবে ঈদের আগে তিনটি কর্ম দিবস থাকায় কিছুটা শিথিল করে ফের লকডাউন বাড়ানোর চিন্তা-ভাবনা করছে সরকার। পাশপাশি সীমিত পরিসরে গণপরিবহণ চলাচলের বিষয়টিও ভাবা হচ্ছে। তবে এ বিষয়ে আন্তঃমন্ত্রণালয়ের সভায় চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

বৃহস্পতিবার মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

আগামী ৫ মে লকডাউনের মেয়াদ শেষে ঈদের আগে কর্মদিবস পাওয়া যাবে ৬ (বৃহস্পতিবার), ৯ (রোববার) ও ১১ মে (মঙ্গলবার)। এর মধ্যে ৭ ও ৮ মে হচ্ছে সাপ্তাহিক ছুটির দিন শুক্র ও শনিবার। এরপর ১০ মে (সোমবার) হচ্ছে শবে কদরের ছুটি।

আগামী ১২ মে (বুধবার) থেকে শুরু হচ্ছে ঈদের ছুটি। রমজান মাস যদি ২৯ দিনে শেষ হয় তবে ঈদুল ফিতর হবে ১৩ মে। এক্ষেত্রে ১৩ ও ১৪ মে’ও (বৃহস্পতি ও শুক্রবার) ঈদের ছুটি থাকবে। তবে রমজান মাসের ৩০ দিন পূর্ণ হলে ঈদের ছুটি আরও একদিন বাড়বে, সেক্ষেত্রে ১৫ মে’ও (শনিবার) ছুটি থাকবে।

সব মিলিয়ে ঈদের আগে কর্মদিবস পাওয়া যাবে তিনটি। সেক্ষেত্রে লকডাউনের বিষয়ে পরবর্তী সিদ্ধান্ত কী হবে- জানতে চাইলে জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন গণমাধ্যমকে বলেন, এখনো এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত আসেনি। পরিস্থিতি বুঝে পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেয়া হবে। এ বিষয়ের ওপর আমাদের চিন্তা-ভাবনা চলছে যে, আমরা কী করব।

তিনি বলেন, ৫ তারিখের পর বিধিনিষেধের কী হবে সেটা এখনো চিন্তা- ভাবনার পর্যায়ে রয়েছে। আমরা ৫ তারিখের আগেই সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেব।

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের এক কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে গণমাধ্যমকে বলেন, ঈদের আগে যেহেতু কর্মদিবস কম সেহেতু বিধিনিষেধ চলমান রাখার চিন্তাভাবনা করা হচ্ছে। তবে স্বাস্থ্যবিধি মেনে

সীমিত পরিসরে গণপরিবহণ চলাচলের অনুমতি দেওয়া হতে পারে।

একই তথ্য জানান জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের আরেক কর্মকর্তা। তিনি বলেন, কিছু শর্ত শিথিল করে বিধিনিষেধ বাড়ানোর চিন্তা-ভাবনা করা হচ্ছে। চলমান বিধিনিষেধ শেষ হওয়ার আগে একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হবে। সেই সভায় এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হবে।

করোনাভাইরাসের দ্বিতীয় ঢেউ মোকাবেলায় গত ৫ থেকে ১১ এপ্রিল পর্যন্ত বিধিনিষেধ দেওয়া হলেও তা খুব একটা কার্যকর হয়নি। পরে ১৪ থেকে ২১ এপ্রিল পর্যন্ত শুরু হয় এক সপ্তাহের কঠোর বিধিনিষেধ। এটি বাড়িয়ে ২৮ এপ্রিল পর্যন্ত করা হয়।

সর্বশেষ ৫ মে মধ্যরাত পর্যন্ত বিধিনিষেধের মেয়াদ বাড়িয়ে বুধবার (২৭ এপ্রিল) দুপুরে প্রজ্ঞাপন জারি করে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ। প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, করোনাজনিত রোগ সংক্রমণের বর্তমান পরিস্থিতি বিবেচনায় আগের সব বিধিনিষেধ ও কার্যক্রমের ধারাবাহিকতায় কয়েকটি শর্ত সংযুক্ত করে ২৮ এপ্রিল মধ্যরাত থেকে ৫ মে মধ্যরাত পর্যন্ত বিধিনিষেধ আরোপের সময় বাড়ানো হল।

পাশাপাশি সরকারের সাম্প্রতিক কয়েকটি সিদ্ধান্তের কথাও চলমান বিধিনিষেধের তালিকায় যুক্ত করে দেওয়া হয়েছে প্রজ্ঞাপনে। সেগুলো হচ্ছে-

১. স্থল, নৌ ও বিমানযোগে যেকোনো ব্যক্তি ভারত থেকে বাংলাদেশে প্রবেশের (পণ্য পরিবহন ছাড়া) ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। তবে শুধু ভিসার মেয়াদ উত্তীর্ণ বাংলাদেশি ভারতে অবস্থিত বাংলাদেশ হাইকমিশনের অনুমতি/অনাপত্তি ছাড়পত্র গ্রহণ সাপেক্ষে বিশেষ বিবেচনায় বাংলাদেশে প্রবেশ করতে পারবেন। এক্ষেত্রে বাংলাদেশে প্রবেশকারীদের ১৪ দিনের কোয়ারেন্টিন সংক্রান্ত বিষয়ে স্বাস্থ্য অধিদফতর প্রণীত বিধি-নিষেধ কঠোরভাবে অনুসরণের জন্য স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ, জননিরাপত্তা বিভাগ, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় ও সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকরা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবেন।

২. শপিংমলসমূহ সকাল ১০টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত যথাযথ স্বাস্থ্যবিধি প্রতিপালন সাপেক্ষে খোলা রাখা যাবে। স্বাস্থ্যবিধি প্রতিপালনের বিষয়ে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, শ্রম মন্ত্রণালয় ও সংশ্লিষ্ট বাণিজ্য সংগঠনসহ সংশ্লিষ্ট বাজার/সংস্থার ব্যবস্থাপনা কমিটি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবেন। নির্দেশনা

অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

৩. আসন্ন ঈদ-উল-ফিতর নামাজের বিষয়ে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী কার্যক্রম মানতে হবে।

৪. মধ্যপ্রাচ্য, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া ও চীন থেকে আগত যাত্রীদের ভ্যাকসিন গ্রহণের সনদসহ নন কোভিড-১৯ সনদধারী যাত্রীরা নিজ বাড়িতে ১৪ দিন কোয়ারিন্টাইনে থাকবেন। সেক্ষেত্রে তাদেরকে সংশ্লিষ্ট থানাকে আগমন ও কোয়ারেন্টিনের বিষয়টি অবহিত করতে হবে।

৪. উল্লিখিত দেশ থেকে আগত শুধু নন কোডিড-১৯ সনদধারীরা সরকার নির্ধারিত কোয়ারিন্টাইন ব্যবস্থায় থাকবেন। ৩-৫ দিনের মধ্যে চিকিৎসকরা তাদের পরীক্ষা করে সম্মতি প্রদান করলে তারা নিজ নিজ বাড়িতে ১৪ দিন কোয়ারেন্টিনে থাকবেন। তবে সেক্ষেত্রেও তাদের নিজ নিজ থানাকে অবহিত করতে হবে।

৬. অন্যান্য দেশ থেকে আগত যাত্রীরা সরকার নির্ধারিত হোটেলে নিজ ব্যয়ে ১৪ দিন কোয়ারেন্টিনে থাকবেন।

জাপানের সর্বোচ্চ বেসামরিক সম্মাননা পাচ্ছেন দুই বাংলাদেশি

জাপানের সর্বোচ্চ বেসামরিক সম্মাননা পাচ্ছেন দুই বাংলাদেশি। নিজ নিজ ক্ষেত্রে অবদান রাখায় এ বছর দুই বাংলাদেশিকে সর্বোচ্চ বেসামরিক সম্মাননা ‘অর্ডার অব দ্য রাইজিং সান’ দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে জাপান।

বৃহস্পতিবার জাপানের রাজধানী টোকিওতে ২০২১ সালের স্প্রিং ইম্পেরিয়াল ডেকোরেশনে বিদেশি পুরস্কার বিজয়ীদের নাম ঘোষণা করা হয়। প্রতিবছর দেশটি সর্বোচ্চ এই বেসামরিক সম্মাননা দিয়ে থাকে।

এবার সম্মাননা পাচ্ছেন যে দুই বাংলাদেশি, তারা হলেন- উত্তরা

গ্রুপ অফ কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক মতিউর রহমান এবং বাংলাদেশ কমনওয়েলথ ওয়ার গ্রেভস কমিশনের সাবেক কর্মকর্তা মোহাম্মদ আবু সায়েদ।

তাদের মধ্যে মতিউর রহমানকে বাংলাদেশ-জাপানের মধ্যে অর্থনৈতিক সহযোগিতা বাড়াতে অবদান রাখায় ও আবু সায়েদকে বাংলাদেশের ওয়ার সিমেট্রিতে থাকা জাপানিদের সমাধি রক্ষণাবেক্ষণে অবদান রাখায় এই সম্মাননা দেওয়া হচ্ছে।

ঢাকার জাপান দূতাবাস থেকে এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, বাংলাদেশ-জাপানের মধ্যে অর্থনৈতিক সহযোগিতা বাড়াতে অবদান রাখায় জাপান-বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির প্রথম প্রেসিডেন্ট ও উত্তরা গ্রুপ অব কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক মতিউর রহমান ‘অর্ডার অব দ্য রাইজিং সান, গোল্ড রেইস উইথ রোসেটে’ সম্মাননায় ভূষিত হচ্ছেন।আর বাংলাদেশের কুমিল্লা ও চট্টগ্রামে অবস্থিত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ওয়ার সিমেট্রিতে থাকা জাপানিদের সমাধি রক্ষণাবেক্ষণে অবদান রাখায় ‘অর্ডার অব দ্য রাইজিং সান, গোল্ড অ্যান্ড সিলভার রেইস’ সম্মাননা পাচ্ছেন বাংলাদেশ কমনওয়েলথ ওয়ার গ্রেভস কমিশনের সাবেক কান্ট্রি ম্যানেজার মোহাম্মদ আবু সায়েদ।

সরকারি চাকরিজীবীরা ব্যবসায় জড়াচ্ছেন

সরকারি কর্মকর্তা–কর্মচারীরা ব্যাপক হারে ব্যবসায় জড়িয়ে পড়ায় বিরক্ত মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ। কারণ, সরকারের অনুমোদন ছাড়াই তাঁরা ব্যবসায় জড়াচ্ছেন, যা সরকারি কর্মচারী (আচরণ) বিধিমালার সুস্পষ্ট লঙ্ঘন। বেতন–ভাতা বাড়ানোর পরও সরকারি চাকরিজীবীদের ব্যবসায় জড়িয়ে পড়ার বিষয়টি ভাবিয়ে তুলেছে সরকারের নীতিনির্ধারকদের। ব্যবসা করার ক্ষেত্রে নিয়মনীতির তোয়াক্কা করছেন না কর্মকর্তা–কর্মচারীরা। যেসব কর্মকর্তা–কর্মচারী ব্যবসায় জড়িত, তাঁদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে সব মন্ত্রণালয় ও

বিভাগকে চিঠি দিয়েছে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে এ ধরনের একটি চিঠি পাওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের (আইএমডি) সচিব প্রদীপ রঞ্জন চক্রবর্তী।

এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে বলে জানান তিনি। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে পাঠানো ওই চিঠিতে বলা হয়েছে, কিছু কিছু সরকারি কর্মকর্তা ও তাঁদের পরিবারের সদস্যরা সরকারের অনুমোদন ছাড়া বিভিন্ন ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনা করছেন, যা সরকারি কর্মচারী (আচরণ) বিধিমালা ১৯৭৯–এর সুস্পষ্ট লঙ্ঘন। বিধিমালার ১৭ নম্বর ধারায় বলা আছে, কোনো সরকারি কর্মচারী সরকারের অনুমোদন ছাড়া, সরকারি কাজ ছাড়া অন্য কোনো ব্যবসায় জড়িত হতে পারবেন না। অন্য কোনো চাকরি বা কাজ গ্রহণ করতে পারবেন না। পরিবারের সদস্য অর্থাৎ স্ত্রী–সন্তানও ব্যবসা করতে পারবেন না।

আমরা সব মন্ত্রণালয় ও বিভাগে ব্যবসায় জড়িতদের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলেছি। অনুমোদন ছাড়া যাঁরা ব্যবসা করছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে যদি ব্যবস্থা না নেওয়া হয়, সেটি ঠিক হবে না।
শেখ ইউসুফ হারুন, জনপ্রশাসনসচিব
তবে একজন নন–গেজেটেড সরকারি কর্মচারী অনুমোদন ছাড়া তাঁর পরিবারের সদস্যদের শ্রমকাজে লাগিয়ে ক্ষুদ্র ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান চালাতে পারবেন। এ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীকে সম্পত্তির ঘোষণাপত্রের সঙ্গে ব্যবসার বিস্তারিত বিবরণ দাখিল করতে হবে।

জানতে চাইলে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের জ্যেষ্ঠ সচিব শেখ ইউসুফ হারুন সাংবাদিকদের বলেন, সরকারের অনুমোদন ছাড়া যে ব্যবসা করা যাবে না, সেটি সব কর্মকর্তা-কর্মচারী জানেন। তারপরও তাঁরা বিধিমালা মানছেন না। কর্মকর্তা-কর্মচারীরা আইনের কথা ভুলে যান। তাঁদের আইনের কথা স্মরণ করিয়ে দিতে সব মন্ত্রণালয় ও বিভাগে চিঠি পাঠানো হয়েছে।

সরকারি কর্মকর্তাদের ব্যবসায় জড়িয়ে যাওয়ার বিষয়টি সামনে আসে গত বছর দেশে করোনাভাইরাস সংক্রমণের সময়। জাতীয় হৃদ্রোগ ইনস্টিটিউটের কার্ডিয়াক সার্জারি ইউনিটের রেজিস্ট্রার ডা. সাবরিনা চৌধুরী জেকেজি নামের একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান হিসেবে কর্মরত ছিলেন। একজন সরকারি চাকরিজীবী হয়ে তিনি

উচিত। যাঁরা ব্যবসার সঙ্গে জড়িত, তাঁদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। সরকারি কর্মকর্তাদের ব্যবসায় জড়িয়ে যাওয়ার বিষয়টি মেনে নেওয়ার মতো নয়। কারণ, এটি একদিকে আইনের লঙ্ঘন, অন্যদিকে স্বার্থের সঙ্গেও সাংঘর্ষিক।

সূত্র-প্রথম আলো

লকডাউন থাকছে আরও ৭ দিন

করোনাভাইরাস সংক্রমণের বর্তমান পরিস্থিতি বিবেচনায় চলমান লকডাউনের (বিধিনিষেধ) মেয়াদ আরও সাত দিন বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। আগামী ৫ মে পর্যন্ত এই ‘বিধিনিষেধ’ বহাল থাকবে।

৭ দিনের রিমান্ডে মামুনুল হক

রাজধানীর মোহাম্মদপুর থানা এলাকায় নাশকতার অভিযোগে করা মামলায় হেফাজত নেতা মামুনুল হকের সাতদিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত।

সোমবার সকালে মামুনুলকে ঢাকা মহানগর হাকিম আদালতে হাজির করে পুলিশ। এদিন ২০২০ সালের মোহাম্মদপুর থানার একটি নাশকতার মামলায় তাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য সাতদিনের রিমান্ড আবেদন করেন মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা।

অপরদিকে মামুনুলের আইনজীবী তার রিমান্ড বাতিল চেয়ে জামিনের আবেদন করেছেন। উভয়পক্ষের শুনানি শেষে ঢাকা মহানগর হাকিম দেবদাস চন্দ্র অধিকারী তার জামিন আবেদন নামঞ্জুর করে সাতদিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন।

এর আগে রোববার রাজধানীর মোহাম্মদপুরের জামিয়া রাহমানিয়া মাদরাসা থেকে মামুনুল হককে গ্রেফতার করা হয়। এ সময় ডিসি তেজগাঁও

জানান, মামুনুল হকের বিরুদ্ধে ২০১৩ সালের ৫ মে হেফাজতের তাণ্ডবের ঘটনায় দায়ের হওয়া একাধিক মামলা রয়েছে।

এছাড়া সাম্প্রতিক মোদিবিরোধী আন্দোলনের সময়ও সহিংসতা করায় একাধিক মামলায় মামুনুল হকের নাম রয়েছে। প্রথমে তাকে পুরনো মামলায় গ্রেফতার দেখিয়ে আদালতে পাঠানো হবে। পরে একে একে সব মামলায় গ্রেফতার দেখিয়ে রিমান্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

গবেষণায় প্রকাশিত; করোনা বায়ুবাহিত রোগ

লালা বা ড্রপলেটের তুলনায় বাতাসের মাধ্যমেই করোনাভাইরাস ছড়ায় অনেক বেশি। বিশ্বখ্যাত চিকিৎসা সাময়িকী ল্যানসেটে প্রকাশিত এক নিবন্ধে এই তথ্য জানিয়েছেন একদল গবেষক।

সার্স-কোভ-২ ভাইরাস, বা করোনাভাইরাসের ছড়ানো নিয়ে সম্প্রতি গবেষণা করেছেন যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার ছয় জন গবেষকের একটি দল। দলের অন্যতম সদস্য যুক্তরাষ্ট্রের কলোরাডো বৌল্ডার বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং কো অপারেটিভ ইনস্টিটিউট ফর রিসার্চ ইন এনভায়ার্নমেন্টাল সায়েন্সের (সিআইআরইএস) রসায়নবিদ জস লুইস জিমেনেজ, ‘আমাদের গবেষণার প্রাপ্ত তথ্য বলছে, লালা বা ড্রপলেটের তুলনায় বাতাসে এই ভাইরাসটি অনেক দ্রুত ও অবাধে ছড়ায়।’

জিমেনেজ বলেন, ‘আমাদের মতে, করোনাভাইরাস ছড়ানোর বিষয়ে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ও বিভিন্ন দেশের সরকারি স্বাস্থ্য সেবা কর্তৃপক্ষ যে ব্যাখ্যা দিয়েছে, তাতে অবিলম্বে এই তথ্যটি অন্তর্ভূক্ত করা উচিত এবং কিভাবে ভাইরাসটির বায়ুবাহিত সংক্রমণ কমানো যায়— এ ব্যাপারে গুরুত্ব দেওয়া উচিত।’
গবেষক দলের সদস্যরা তাদের নিবন্ধে আরো বলেছেন, করোনায় আক্রান্ত মৃদু উপসর্গের রোগী অর্থাৎ যাদের ঘন ঘন হাঁচি বা কাশির মতো উপসর্গ নেই—তারা ভাইরাসটি ছড়ানোর ক্ষেত্রে অন্যতম প্রধান ভূমিকা রাখেন। বিশ্বজুড়ে মোট সংক্রমণের অন্তত ৪০ শতাংশ ঘটেছে এই মৃদু উপসর্গের রোগীদের কারণে।

বাতাসে এই ভাইরাসটির সংক্রমণের হার এত বেশি যে, হোটেলে পাশাপাশি কক্ষে থাকা লোকজন একে অপরের কাছাকাছি না এলেও শুধু বায়ুবাহিত কারণে এই ভাইরাসটি এক কক্ষ থেকে অপর কক্ষে থাকা লোকজনের দেহে প্রবেশ করতে সক্ষম।

করোনা মহামারির শুরুর দিকে বিশেষজ্ঞদের একাংশ যদিও বলেছিলেন, লালা বা থুথুর (ড্রপলেট) মাধ্যমে এই ভাইরাসটি ব্যপকভাবে ছড়ায়, তবে সাম্প্রতিক গবেষণায় এর পক্ষে তেমন জোরালো প্রমাণ পাওয়া যায়নি বলে জানিয়েছেন এই গবেষক দলের সদস্যরা।

গবেষকদলের প্রধান ও অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ট্রিশ গ্রিনহালফ বলেন, ‘মহামারির শুরু থেকেই ঘন ঘন হাতধোওয়া এবং আশপাশের পরিবেশ পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখার ব্যাপারটিতে জোর দেওয়া হচ্ছে। এগুলো গুরুত্বপূর্ণ, তবে তারচেয়েও অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ এই রোগের বায়ুবাহিত সংক্রমণ রোধে কার্যকর উপায় বের করা।’
‘কারণ বায়ুবাহিত হওয়ার কারণে এ রোগে আক্রান্ত রোগীর থেকে দূরে থাকা স্বত্বেও তার দ্বারা আক্রান্ত হতে পারেন যে কোনো সুস্থ মানুষ। এমনকি বাসায় অবস্থান করেও করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন এমন বেশ কিছু নজির আমরা পেয়েছি। এ কারণে আমরা বলব, বাইরে বেরোনোর সময় তো বটেই, ঘরে অবস্থান করার সময়ও যতক্ষণ সম্ভব মাস্ক পরে থাকা উচিত।’

গবেষক দলের সদস্য যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া সান ডিয়াগো বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবানুবিশেষজ্ঞ কিমবার্লি প্রাথার বলেন, ‘আমরা যেহেতু জানতে পেরেছি, এই ভাইরাসটি প্রধানত বায়ুবাহিত, এখন সেটিকে আমরা সেইভাবে মোকাবিলাও করতে পারব। বিভিন্ন দেশ শুরু থেকেই এভাবে ভাইরাসটি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করেছে এবং অনেকটা সফলও হয়েছে। আমরা তাদের অনুসরণ করতে পারি।’

সূত্র: এনডিটিভি

বিমানের আজকের চারটি বিশেষ ফ্লাইট বাতিল

কঠোর লকডাউনে প্রবাসী কর্মীদের জন্য আজ শনিবার থেকে পাঁচটি দেশে বিশেষ ফ্লাইট পরিচালনার কথা থাকলেও প্রথম দিনেই বিমানের চারটি ফ্লাইট বাতিল করা হয়েছে। তবে সন্ধ্যায় একটি ফ্লাইট ছাড়তে পারে।

বিমানের জনসংযোগ বিভাগের উপমহাব্যবস্থাপক তাহেরা খন্দকার গণমাধ্যমকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

বিমানের জনসংযোগ বিভাগ জানায়, আজ বিমানের চারটি ফ্লাইট বাতিল করা হয়েছে। এর মধ্যে সৌদি আরবে সকাল সোয়া ছয়টা, বেলা ২টা ৫০ মিনিটের ফ্লাইট ছিল। এছাড়া দুবাইয়ের দুটি ফ্লাইট বাতিল করা হয়েছে।

সকাল সোয়া ছয়টায় বাতিল হওয়া ফ্লাইটের ২০১ জন যাত্রীকে ইতোমধ্যেই বিমানের ব্যবস্থাপনায় হোটেল রাখা হয়েছে। অন্যদের ক্ষেত্রেও একই ব্যবস্থা নেওয়া হবে। আর যাত্রী কম থাকায় দুবাইয়ের ফ্লাইটটি বাতিল করা হয়। তবে সন্ধ্যায় একটি ফ্লাইট ছাড়ার আশা করা হচ্ছে।

তাহেরা খন্দকার বলেন, সৌদি আরবে বিশেষ ফ্লাইট নামার অনুমতি পাওয়া যাচ্ছে না। ইতোমধ্যেই আবেদন করা হয়েছে। অল্প সময়ের মধ্যেই হয়তো এটি পাওয়া যাবে। অনুমতি পাওয়া গেলে সন্ধ্যা ছয়টায় জেদ্দার উদ্দেশে ফ্লাইটটি ছেড়ে যেতে পারে।

তিনি আরও বলেন, আজ দুবাইয়ের দুটি ফ্লাইটের জন্য ২২ ও ২৫ জন যাত্রী যাত্রা নিশ্চিত করেছেন। অথচ এর একটি ফ্লাইটেই ৩০০ যাত্রীর টিকিট নেওয়া আছে। তাই যাত্রী কম থাকায় ফ্লাইটটি বাতিল হয়েছে।

আগামীকাল রোববার আরব আমিরাত ও সৌদি আরবে বিমানের পাঁচটি ফ্লাইট আছে, সেগুলো সব ছেড়ে যাবে বলে আশা প্রকাশ করেন তাহেরা খন্দকার।

করোনা পরিস্থিতি অবনতির দিকে যাওয়ায় সরকার ঘোষিত কঠোর লকডাউনে পাঁচটি দেশে বিশেষ ফ্লাইট চালু করার নীতিগত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় গত বৃহস্পতিবার। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, আজ থেকে সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, ওমান, কাতার ও সিঙ্গাপুরে বিশেষ ফ্লাইট চালু হওয়ার

করোনায় ভয়াবহ পরিস্থিতি ভারতে, ২৪ ঘণ্টায় দুই লাখ আক্রান্ত

কোভিড-১৯ সংক্রমণের দ্বিতীয় ঢেউয়ে বিপর্যস্ত ভারত। দেশটিতে গত ২৪ ঘণ্টায় ২ লাখ মানুষের দেহে করোনাভাইরাস শনাক্ত হয়েছে। এটি এ যাবৎকালে দৈনিক সংক্রমণের বিশ্ব রেকর্ড।

বৃহস্পতিবার ভারতের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের বরাত দিয়ে এ তথ্য জানিয়েছে দেশটির প্রভাবশালী গণমাধ্যম এনডিটিভি ও টাইমস অব ইন্ডিয়া।

গত একদিনে ভারতে নতুন করোনা রোগী শনাক্ত হয়েছেন ২ লাখ ৭৩৯ জন। এটি দেশটিতে সবচেয়ে বেশি আক্রান্তের রেকর্ড। এ নিয়ে দেশটিতে মোট ১ কোটি ৪০ লাখ ৭৪ হাজার ৫৬৪ জন আক্রান্ত হলেন। আর অ্যাকটিভ করোনা রোগী ১৪ লাখের মাইলফলক ছাড়িয়ে গেছে। মোট একটিভ রোগী ১৪ লাখ ৭১ হাজার ৮৭৭ জন।

গত ২৪ ঘণ্টায় দেশটিতে ১০৩৮ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে দাড়িয়েছে ১ লাখ ৭৩ হাজার ১২৩ জনে। গত ৭ মাসে এটি সর্বোচ্চ মৃত্যুর পরিসংখ্যান।

আলজাজিরার খবরে বলা হয়েছে করোনায় দক্ষিণ এশিয়ার দেশটিতে ভয়াবহ পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। বহু হাসপাতালে করোনা রোগীদের জন্য শয্যা নেই, অক্সিজেনের ব্যবস্থা নেই।

মেহেরপুরে রমরমা ক্রিকেট জুয়া

মেহেরপুরে শহর ও গ্রামে সর্বত্রই চলছে রমরমা ক্রিকেট জুয়া। আগে কেবল শহর এলাকায় ক্রিকেট জুয়ার বাজি ধরতে দেখা গেলেও এখন তা মহামারির মতো প্রত্যন্ত গ্রাম পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে। এর সঙ্গে জড়িয়ে পড়ছে স্কুল, কলেজ পড়ুয়া যুবকসহ বিভিন্ন শ্রেণি পেশার মানুষ। এমনকি যারা নিরক্ষর তারাও বাজি ধরছেন আইপিএল, বিপিএল, টি-টয়েন্টি কিংবা যেকোনো ক্রিকেট খেলায়।

বর্তমানে চলছে ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লীগ (আইপিএল), যা জুয়াড়ীদের ভরা মৌসুম। প্রতিদিন হাজার থেকে লাখ টাকা পর্যন্ত বাজি ধরছেন জুয়াড়ীরা। ক্রিকেট জুয়ার নেশায় পড়ে টাকা হারিয়ে অনেকেই এখন সর্বশান্ত। এই জুয়ার বাজি হয় মোবাইলে। তাই এই চক্রের সঙ্গে জড়িত সবাই এক প্রকার ধরা ছোঁয়ার বাইরে। খেলা শুরু হলেই টিভির সামনে দেখা যায় জুয়াড়ীদের আনাগোনা। তবে জুয়ার বিষয়টি সকলের নজরে আসায় জুয়ার সাথে সম্পৃক্ত ডিলার বা মিডিয়ারা বিভিন্ন মাধ্যম অবলম্বন করে বর্তমানে চালাচ্ছে জুয়ার আসর। খেলা শুরুর আগে ব্যস্ত হয়ে ওঠে মিডিয়া অপরপ্রান্তে জুয়াড়ীরা ব্যস্ত হয় কোন দলের কত রেট তা জানতে। এই জুয়া বা বেটিং সাধারণত দুই দলের হার-জিতের ওপর ধরা হয়। এই ক্ষেত্রে ভালো দল, যার জয়ের সুযোগ বেশি তার বাজির হার বড় আর অপেক্ষাকৃত দুর্বল দল ছোট ।

পদ্ধতিটি যেমন, মনে করুন পাকিস্তান-দক্ষিণ আফ্রিকা খেলা হচ্ছে। তখন পাকিস্তানের পক্ষে বাজি হলো ছোট এবং দক্ষিণ আফ্রিকার পক্ষে বড়। দক্ষিণ আফ্রিকা যেহেতু ভালো দল, তাই যে বাজি ধরবে সে ২০০০ দিলে ১০০০ টাকা পাবে। আর বাংলাদেশ যেহেতু দুর্বল দল তাই বাংলাদেশ জিতলে যে বাজি ধরবে সে ১০০০ দিলে ২০০০ পাবে। অর্থাৎ আপনি যদি অজিদের হয়ে বাজি ধরেন তবে আপনাকে কমপক্ষে ২০০০ টাকা দিয়ে বাজি ধরতে হবে। আর বাংলাদেশ ধরলে ১০০০ টাকা। যদিও এই বাজির টাকা প্রায়ই ওঠানামা করে। আবার খেলার ফলাফলের ওপর নির্ভর করে দল পাল্টিয়েও নেওয়া যায় কখনও কখনও । এই বাজির ক্ষেত্রে বেশিরভাগ জুয়াড়ী দুর্বল দলের হয়ে বাজি ধরে থাকে। কেননা এতে বিনিয়োগ কম থাকে আর লাভ বেশি। অনুসন্ধানে জানা গেছে প্রতি রাতে সারা শহরজুড়ে চলে লক্ষ লক্ষ টাকার জুয়া। ক্রিকেট জুয়ার পুরো ব্যবস্থায় থাকেন কয়েকজন বড় ডিলার বা মিডিয়া। তারা দুই পক্ষের লোকজনের কাছে মোবাইলে অর্ডায় নেয়। জুয়ায় বিজয়ীদের ঠিকমতো টাকাও পরিশোধ করে তারা। দুই পক্ষের কমিশনের উপরে চলে এসব ডিলার বা মিডিয়ারা। এসব

লক্ষ টাকার মালিক।

এছাড়াও জুয়াড়ীদের মধ্যে নামের অদ্যক্ষর দিয়ে রয়েছে হোটেল বাজার এলাকার ‘ল’, পুরাতন বাসষ্ট্যান্ড এলাকার ‘প্র’, ‘বি’, ‘লি’, ‘রি’, শেখ পাড়ার ‘রু’, হাই স্কুল পাড়ার ‘র’, হালদারপাড়ার ‘ও’, ঈদগাহ পাড়ার ‘ম’, মল্লিকপাড়ার রমেশ ক্লিনিক এলাকার ‘ই’, তাহের ক্লিনিক পাড়ার ‘শ’সহ যে কয়েকজন ডিলার বা মিডিয়া রয়েছে তাদের আটকানো না গেলে এই জুয়া বন্ধ হবে না।

জুয়ার নেশায় নগদ টাকা থেকে শুরু করে, বাড়ির আসবাবপত্র, পরিবারের সদস্যদের গহনা পর্যন্ত দিয়ে বাজি ধরছে অনেকেই। জুয়ার সঙ্গে জড়িতদের নিয়ে তাদের পরিবারের লোকজনও পড়েছেন বিপাকে। অশান্তি সৃষ্টি হচ্ছে পরিবারে। অনেকেই হয়েছে ঋণগ্রস্থ। এখন জুয়া এক সামাজিক মহামারি হিসেবে দেখা দিয়েছে। নব্য এই জুয়া বন্ধ করা না গেলে শত শত পরিবারকে এর কঠিন মূল্য দিতে হবে বলে মনে করছেন স্থানীয়রা।

এ ব্যাপারে মেহেরপুর সদর থানার ওসি শাহ দারা খান মেহেরপুর প্রতিদিনকে বলেন, আইপিএল শুরু হলেই এই চক্র বেশি সক্রিয় হয়ে উঠে। তাদের তথ্য প্রমাণসহ ধরাটাও বেশ জটিল। সুনির্দিষ্ট তথ্য পেলে আমরা অবশ্যই জড়িতদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করবো।